KHOAI
ISSN 2319-8389, Vol : 34, Issue : 34

খোয়াই

সংখ্যা ৩৪ : ৭ পৌষ ১৪২৫ /2018
শান্তিনিকেতন

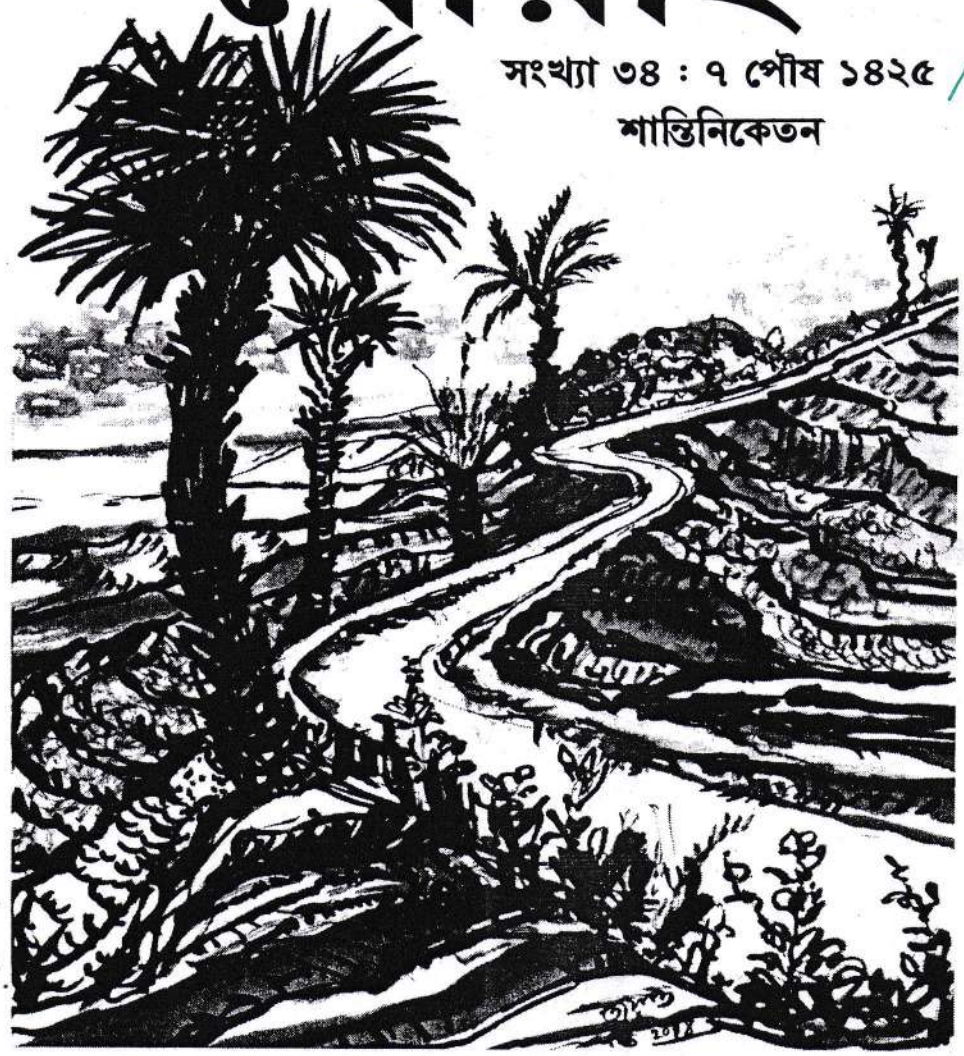

KHOAI
ISSN 2319 – 8389, Vol : 34, Issue : 34

খোয়াই

সাহিত্য ও সংস্কৃতি-মূলক সংকলন

সম্পাদক

কিশোর ভট্টাচার্য

সংখ্যা ৩৪ : ৭ পৌষ ১৪২৫

শান্তিনিকেতন

KHOAI
ISSN 2319 – 8389, Vol : 34, Issu

KHOAI

A Collection on Literature and Culture

Chief Editor
Kishore Bhattacharya

VOLUME 34
23 DECEMBER 2018

SANTINIKETAN, BIRBHUM, PIN- 731235, W.B. INDIA

বিনি

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		
বিশ শতকের ব্যঙ্গপত্রিকা অচলপত্র : একটি পর্যেষণ	সুস্মিতা পাল	১
বাংলাদেশের কবিতায় নারী : স্বাতন্ত্র্যে ও স্বকীয়তায়	গুরুপ্রসাদ দাস	১০
কবিতারা এল ফিরে	শিবনাথ দত্ত	১৬
রবীন্দ্রজাতীয়তাবোধ এবং গোরা	সোমনাথ দাস	১৯
বাল্মীকি প্রতিভা বিষয়ে অধ্যাপক পশুপতি শাশমল : একটি আলোচনা	অগ্নিমিত্রা পাণ্ডা	২২
'ছবি ও গান'-এ রবীন্দ্রনাথের ছবি	আদেশ লেট	২৮
"আমার দেখা শান্তিনিকেতন আশ্রম এলাকার অবলুপ্ত গৃহগুলি"	অনিল কুমার কোনার	৩১
স্বামীজির শিক্ষাভাবনা : বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে	অঞ্জনা চৌধুরী	৩৩
ভারতচন্দ্র রায়ের বিদ্যাসুন্দর-কালিকামঙ্গল : প্রসঙ্গ কবি পরিচয়	বিমল কুমার থান্দার	৩৬
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও কবি নিত্যাচন্দ চক্রবর্তীর 'লক্ষ্মীর জাগরণ পালা'	অনিন্দিতা চৌধুরী	৪৫
বীরভূমের তারার উৎস সন্ধানে	সুমিত নাথ	৫১
'বিচিত্রা'য় বঙ্কিমচন্দ্র	মধুমিতা সাঁতরা	৫৬
মানব জীবন ও ছন্দের আনন্দ	শ্রী তপন কুমার রায়	৬২
রবীন্দ্র ভাবনায় রাগ সংগীতের রূপকল্প	ছায়ারাণী মণ্ডল	৬৬
শিশুর ভাষা ও মনোভাষা বিজ্ঞান	শিউলি বসাক	৭০
একজন গল্পকার এবং তাঁর গল্পের সম্ভাবনা	ইন্দ্রাণী রুজ	৭৫
আবর্তন	তড়িৎ রায়চৌধুরী	৯৬
শোলক ধাঁধা	প্রদীপ চ্যাটার্জী	৯৬
প্রাপ্তি	নম্রতা ভট্টাচার্য্য	৯৬
ফসল	চন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়	৯৭
অকৃতি	শ্রীময়ী	৯৭
Ghazals In Hindi Films	Gangadhar Mirdha	৯৮
ওমর শরিফের জীবন-রসদের সন্ধানে	দিলীপকুমার সিংহ	১০০
শিল্পী ও সাহিত্যিক মিলন মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর 'ওড়াউড়ি'	মধুমিতা শাশমল	১০২
রতন ভট্টাচার্যের গল্প নিয়ে	বর্ণালী পাল	১১০

'বিচিত্রা'য় বঙ্কিমচন্দ্র

মধুমিতা সাঁতরা

পত্রিকার পরিচয়

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'বিচিত্রা' পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিলো ১৩৩৪ সালের আষাঢ় মাস থেকে ১৩৪১ সালের কার্তিক মাস পর্যন্ত। এই দীর্ঘ বারো বছর চার মাসের যাত্রাপথে নামী-অনামী বহু লেখকের রচনায় 'বিচিত্রা' পত্রিকা সমৃদ্ধ হয়। 'বিচিত্রা'র সম্পাদক এই উভয় শ্রেণির লেখককে সমান গুরুত্ব দিতেন। নতুন লেখকদের তিনি তাঁর পত্রিকায় রচনা প্রকাশের সুযোগ দিতেন। এঁদের মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র চক্রবর্তী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্নদাশঙ্কর রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'বিচিত্রা'য় রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের বিশেষ অবদান চোখে পড়ে। ''উপেন্দ্রনাথ মনে করতেন রবীন্দ্রকাব্যহীন কোনো সংখ্যা দুর্ভাগ্যজনক।''[১] তবে ''রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকার শুধু লেখকই ছিলেন না, উপদেষ্টাও ছিলেন।[২] শরৎচন্দ্র সম্পাদক উপেন্দ্রনাথের আত্মীয় ছিলেন। তিনি 'বিচিত্রা'য় লেখা শুরু করেন 'বিচিত্রা'র চতুর্থ বর্ষ থেকে। 'বিচিত্রা'য় এই দুই সাহিত্য ব্যক্তিত্বের নিজের রচনা এবং এঁদের সম্পর্কিত বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছে। এঁদের পাশাপাশি 'বিচিত্রা'য় বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কিত বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। 'বিচিত্রা'র সম্পাদক বঙ্কিম অনুরাগী ছিলেন বলেই হয়তো বঙ্কিমচন্দ্রকে পাঠক সমাজে উপস্থিত করার তাগিদ অনুভব করেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র যেভাবে 'বিচিত্রা'য় এসেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র সেভাবে আসেননি। 'বিচিত্রা'য় বঙ্কিমচন্দ্রের উপর উপেন্দ্রনাথের একটিমাত্র লেখা প্রকাশিত হয়েছে। এই একটি লেখাতেই উপেন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের সম্যক পরিচয় দিয়েছেন। এই রচনাটিসহ 'বিচিত্রা'য় বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কিত অন্য যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা তার কিছু পরিচয় দেব।

২

ব্যক্তি বঙ্কিমচন্দ্র

'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত অনুরূপা দেবীর 'বঙ্কিম সম্মেলন' (১৩৩৮, কার্তিক), উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বঙ্কিম প্রসঙ্গ' (১৩৪৫, শ্রাবণ), শ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্কিমচন্দ্র' (১৩৪৫, পৌষ), অবনীনাথ রায়ের 'বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুত্ব' (১৩৪৫ অগ্রহায়ণ), পূর্ণচন্দ্র দত্তের 'বঙ্কিমের ধূমপান', (১৩৪৫, শ্রাবণ) প্রবন্ধগুলি থেকে আমরা ব্যক্তিবঙ্কিম সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারি।

অনুরূপা দেবী তাঁর 'বঙ্কিম সম্মেলন' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির উপর আলোকপাত করেছেন। সেইসঙ্গে তাঁর পিতা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বঙ্কিমের সুসম্পর্ক, ভাবের আদান-প্রদান, সাহিত্যক্ষেত্রে উভয়ের সাম্য-অসাম্যকে তুলে ধরে একটি মননশী পরিচ্ছন্ন আলোচনা আমাদের উপহার দিয়েছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের উপর ভূদেবের প্রভাব সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দিয়েছেন। তবে তাঁর মতে সেটি ভাবের আদান-প্রদান জাত সমভাব।

সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্কিম প্রসঙ্গ' প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব-প্রতিভা-দক্ষতা সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু কোথাও আবেগের আতিশয্যে ভেসে যাননি। সম্পাদকসুলভ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারাই তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে তিনি বাংলা গদ্যের জনক আখ্যা দেননি, সে গৌরব তিনি বিদ্যাসাগরকে দিয়েছেন। কিন্তু আধুনিক গদ্যভাষা এবং উপন্যাস সাহিত্যের জন্মদাতা হিসাবে তিনি বঙ্কিমকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এও বলেছেন — ''আমার মতে বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্ত্তী আজ পর্য্যন্ত সকল ঔপন্যাসিকের অবিসম্বাদী গুরু বঙ্কিমচন্দ্র।''[৩]

পূর্ণচন্দ্র দত্ত তাঁর 'বঙ্কিমের ধূমপান' প্রবন্ধটিতে কমলাকান্তরূপী বঙ্কিমের ধূমপানের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে, বঙ্কিমের